বিবাহ

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

BY

KAMAKHYA CHARAN BANERJEE.

Late Domonstrator Dacca Medical School; Author of Village Sanitation (in Bengalee, Maharati, Hindi, Urdhu, English), Victoria-charit. Balyapath, Susiksha, Pancharatna, Saralpath, Nutan Sisusiksha, Sachitra Adarshalipi, First Primor, Strishiksha, Nutan Sisubodh, IV. Parts, First Infant Primer, Sachitra Barnasiksha, Matar prati Upades, Arya Griha Chikitsa, Prasutir, Susantan-laver-upaya, Sisu Palan-O-Chikitsa &c. &c.

PUBLISHED BY

JOGENDRA NATH MUKHERJEE,

SANSKRIT PRESS-DEPOSITORY,

30, Cornwallis Street, Calcutta.

মূল্য ।০ চারি আনা।

ভূমিকা

বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ ও সামাজিক নানাবিধ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই আন্দোলন চলিতেছে। এইসব গুরুতর বিষয়ে ভারতের আর্য্যমহর্ষিগণ কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎসমস্ত আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কিনা, তাহা আলোচনা করা একান্ত সঙ্গত; যদি কোন বিষয়ে কোনরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে ভাল রূপ খোঁজিয়া শুনিয়া করাই সমীচান। প্রায় ত্রিশ বর্ষের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ এই সব বিষয়ে আমি যে কিছু চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য আর্য্যঋষিগণের প্রদর্শিত উপদেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও উন্নত ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। আধুনিক জগতের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পরে যে সিদ্ধান্তে ক্রমশঃ পৌঁছিতেছেন, আর্য্যঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই অতীত যুগেই তাহা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং শান্তি ও সুখের আশ্রমে অশান্তি ও অসুখের দাবানলের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছি। আমার সামান্য চিন্তার ফল স্বরূপ বিবাহ প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। এ বিষয়ে দেশের মনীষীবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব; নিবেদন ইতি।

বিক্রমপুর।
মুন্সীগঞ্জ পোঃ (ঢাকা)
বৈশাখ, ১৩২২ সন।

গ্রন্থকার

-:*:-

বিবাহ সম্বন্ধে মহামুনি কশ্যপ বলিয়াছেন :—

"দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।

দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ ॥"

গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিশুদ্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।

বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথাচৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥" ৯।৪৫ ॥

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুইয়ের নামই পুরুষ। আর্য্যমহর্ষিগণ মনুষ্যজীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম; তৃতীয়, বানপ্রস্থাশ্রম; চতুর্থ, সন্ন্যাসাশ্রম। এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥" ৩।৭৭॥

যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে।

"ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা॥" ৩।৮০॥

ঋষিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্যান্য প্রাণি-গণ পুত্রাদিপরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধির আশা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ ঐ সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

বিবাহই সমাজবন্ধনের মূল গ্রন্থি। যেখানে বিবাহ নাই, সেখানে সমাজও নাই। এ জগতে একমাত্র ভারতের আর্য্যমহর্ষিগণ এই বিবাহ প্রথাকে সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষ ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। বিবাহের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য—সুসন্তান উৎপাদন, ধর্ম্মচর্য্যা বা সমাজের সেবা। অতএব হিন্দুর বিবাহ সুসন্তান লাভের জন্য, ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ও সমাজসেবার জন্য। ভার্য্যা ব্যতিরেকে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না এবং সমাজসেবা হয় না। বোধ হয়, হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে এ কথা বলে না। সংসার-ধর্ম্ম-পালন এক মহাযজ্ঞ। সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহের গভীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর্য্যমহর্ষিগণের ব্যবস্থা যে

কত উন্নত, তাহা এতকাল পরে পাশ্চাত্যদেশের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত অগষ্ট কোম্‌ৎ ও তাঁহার শিষ্যগণ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাত্মা কোম্‌ৎ লিখিয়াছেন :—"ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অনেক গুণে শ্রেষ্ঠা এবং সেই জন্য স্ত্রীর সাহচর্য্য ব্যতিরেকে পুরুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না।"

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও বিবাহ সমাজ বন্ধনের মূলগ্রন্থি বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু এখনও তথায় বিবাহ অনেক স্থলেই আইন-মূলক চুক্তি মাত্র, ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে। হিন্দু বিবাহ চুক্তি নয়, সমস্তই ধর্ম্মানুষ্ঠান। ফলতঃ এ জগতে এক হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি একমাত্র ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজের সেবা অর্থাৎ পরোপকারের জন্য বিবাহ করেন না। আর কেহ যাহা করে না বা করে নাই, হিন্দু তাহা কেন করে, এই কথাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া পরে বিবাহের অন্যান্য কথা আলোচনা করা হইবে।

হিন্দু জীবনের লক্ষ্য কি? হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান বা একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ। মানুষের পক্ষে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, কারণ মানুষ সেই পরব্রহ্ম। মানুষ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। তবে মানুষ মানুষ কেন? মানুষ জীবরূপে আপনাকে ও ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করে বলিয়া। মানুষ যতক্ষণ এইরূপ অনুভব করে, ততক্ষণ সে মানুষ। যখন সে আর এইরূপ স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে না, তখন সে মানুষ নয়, তখন সে মুক্ত, তখন সে ব্রহ্ম, তখন সে ব্রহ্মে পরিণত। জীবের জীবত্ব ও ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের মধ্যে ব্যবধান অতি বিরাট। যে সাধনায় সেই বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয়, সে সাধনাও তেমনি বিরাট। সেই

বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কতযুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বিরাট পথের দিক অগ্রসর হইতে হইলে আগাগোড়া এই বিরাট পথের, এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া, এই পথে চলিতে হইবে—জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, বিহারে, শয়নে, পানে, ভোজনে, মরণে—জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাটপথের, এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া ঐ পথে চলিতে হইবে, ঐ পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে এমন বিরাট পরিণতির কথা নাই, এমন বিরাট পথের কথাও নাই, এমন বিরাট সাধনার কথাও নাই। আর হিন্দু ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে এমন কথা নাই যে, জীবের চরম পরিণতি ব্রহ্ম, জীবের লয় ব্রহ্মে, জীবের আদিতে সোঽহং—অন্তে ও সোঽহং। *

শিক্ষা ও শাসনদ্বারা মানুষের জীবপ্রকৃতিকে সংশোধিত ও সংযত করিতে না পারিলে মানুষ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও দেব প্রকৃতি লাভ করিতে বা ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই আর্য্যমহর্ষিগণ হিন্দুর গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত

* "Indians possessed a knowledge of the true God."

(See Frederick Schlegel, German philosopher)

"The rest and peace which are required for deep thought or for accurate observation of the movements of the soul were more easily found in the silent forests of India than in the noisy streets of so-called centers of civilization. (See P. Max Muller's Three Lectures on Vedanta philosophy.)

"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads." (Schopenhauer)

বেশী ও এত কঠিন নিয়ম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিবাহাদি যে সকল গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের ঐন্দ্রিয়িক স্পৃহাদি চরিতার্থ হয়, মানুষকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিয়া গিয়াছেন। বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হয়, সমাজের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়, সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা এমনি হতভাগ্য যে, আর্য্যমহর্ষিগণের সেই সকল অমূল্য উপদেশ বা ব্যবস্থা গুলি 'কুসংস্কার' বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেছি ও সেই বিরাট উদ্দেশ্যের অনুকূল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর না হইয়া, তাহা হইতে অতি দূরে যাইয়া সরিয়া পড়িতেছি।

আমরা এক্ষণে বিবাহের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য গুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া পরে বিবাহের অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করিব। বিবাহের উদ্দেশ্য এই ঃ—

১। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া একটী "পূর্ণ মানুষ" হইয়া থাকেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুইয়ের নাম "পুরুষ"। ফলতঃ দয়াময় ঈশ্বর পুরুষের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি উন্নত করিয়াছেন এবং রমণীদের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন। স্ত্রী এবং পুরুষ একত্র মিলিত না হইলে একটি "পূর্ণ মানুষ" হইতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশের মহাত্মা টেনিসনের প্রিন্‌সেস্ (Princess) * প্রভৃতি

* "For woman is not undevelopt man,
But diverse : could we make her as the man,
Sweet Love were slain : his dearest bond is this,
Not like to like, but like in difference."
&c. &c. &c,
(See The Princess, by Lord Tennyson, canto vii, p. 92

কাব্যে যখন দেখি. স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অর্দ্ধেক এবং পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অর্দ্ধেক মানুষ মাত্র* এবং উভয়ের সংযোগেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব সৃষ্ট হয়, তখন উহাতে উচ্চ ভাব বলিয়া বড়ই প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু এজগতে একমাত্র হিন্দু-জীবনে পতিপত্নীর সম্বন্ধের বিচারে উচ্চতম আদর্শ সেই প্রাচীন যুগের বিবাহের মন্ত্রে দেখিতে পাই. এবং এই খাটি ভাবটি এদেশে সেই বৈদিক কাল হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫, ২—., ১০) এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বিধান (বৃহদারণ্যক, ১৪. ১৭) হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহাই ছিল হিন্দু বিবাহের এক মাত্র আদর্শ।

২। বিবাহের সর্ব্ব প্রথম উদ্দেশ্য সুসন্তান লাভ বা জগদীশ্বরের সৃষ্টিরাজ্য-রক্ষা। আর্য্যমহর্ষিগণ এই সুসন্তান লাভের জন্যই বিবাহ ও গর্ভাধান সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করিয়াগিয়াছেন। প্রাচীনকালের হিন্দু নরনারী ঐ সকল ব্যবস্থা অতীব যত্নের সহিত পালন করিতেন।

৩। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য জগতের সকলের সেবা। প্রাচীনা হিন্দুরমণীরা এবিষয়েও উচ্চতম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

৪। সমাজের পাপ, তাপ হ্রাস এবং শান্তি ও পবিত্রতা বিস্তার করাই বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচীনা হিন্দুরমণীরা এই সমস্ত

* "That woman is undeveloped man is only true in the same sense as it is to state that man is undeveloped woman ; in each sex there are undeveloped organs and functions which in the other sex are developed."

(See Man and Woman, by H. Ellis, p. 445)

বিষয়েও সর্ব্বোচ্চ আদর্শ দেখাইয়া জগৎকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে হিন্দু বিবাহ প্রণালী সম্বন্ধে আর্য্যঋষিগণ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

১। কন্যা-নির্ব্বাচন।

সকল দেশেই বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা-নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বাচন প্রণালী সকল দেশে সমান নয়। আর্য্যমহর্ষিগণ বিবাহ বিষয়ে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনের হস্তে পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যে সকল দোষগুণ দেখিয়া পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হইবে তাহাও তাঁহারা বিস্তারিত ভাবে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আর্য্যমহর্ষিগণ এক বংশে বা এক রক্তের সংস্রবে বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন ঃ—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥" ৩।৫॥

অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক মাতার অসপিণ্ড অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহবংশজাতা নহেন ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহেন এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা নহেন, এরূপ স্ত্রীলোকই বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত। *

* "A large proportion of those children who are born with defective senses—blind, deaf, dumb, &c.,—are the

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্ ।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠিকুলানি চ ॥"

অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার-ক্রিয়াহীন, কন্যামাত্র-প্রসূতকুল, বেদাধ্যয়নরহিত, বহুলোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে। *

offspring of near relations" (See Lady's Manual, by Dr. Ruddock. Page, 114.)

"That a majority of the deaf, dumb and blind and a much larger number of feeble-minded or idiotic children, are the offspring of the marriage of cousins." (See the Science of A New Life, by Dr. Cowan, M. D., p. 55, "From ten to twelve percent of our deaf mutes are the children of cousins. In 170 consanguineous marriages were 269 deaf or dumb children. and 7 in one family" (Dr. Buxton, of Liverpool, England.)

"About ten per cent of the idiocy in Scotland is caused by consanguineous marriages (Dr. Mitchel).

"One cause of human deterioration is family marriages. It has almost extinguished most of the Royal families of Europe." (Dr. Chas, Caldwell).

(See also Am. Journal of Insanity. Dr. S. G. Howe's Report to Mass. Legislature).

* Dr. Holbroke gives the following as the list of diseases that are transmitted :—Insanity, gout, syphilis, 'consumption, scrofulla, dyspepsia, emphysema of the Lungs, Cancer, Rheumatism and other similar diseases."

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥"

অর্থাৎ পিঙ্গল বা রক্তকেশা, ছয় অঙ্গুলী-বিশিষ্টা, চিররুগ্না, লোমশূন্যা অথবা অতিলোমযুক্তা, বাচাল এবং পিঙ্গলনেত্রাকন্যাকে বিবাহ করিবে না। *

বিবাহার্থী যুবক যুবতী কখনও উক্ত বিষয়গুলি ভালরূপে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পারে না। সুতরাং বিবাহার্থী যুবকের স্বয়ং কিছুতেই পত্নী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য নহে। আজকাল অনেক যুবক নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সকলেই একমাত্র কন্যার রূপ অর্থাৎ সুন্দর বধূ ও অর্থ অন্বেষণ করেন, ইহা নৈতিক অবনতির লক্ষণ। যাহাকে গৃহের লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার শুধু রূপ দেখিলে বা কন্যার পিতার অর্থ দেখিলে চলিবেনা। তাহার বংশ, কুল, স্বাস্থ্য ও সুলক্ষণাদি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন একমাত্র পতি পত্নীর ভালবাসা বা প্রণয়ের উপরেও বিবাহ হইতে পারে না। যে বিবাহের দোষগুণ ভবিষ্যৎকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ভোগ করিবে, সেই বিবাহ কেবল পতিপত্নীর মনের মিলন বা রূপ দেখিয়া হইতে পারে না।

আমাদের দেশের কেহ কেহ পাশ্চাত্য মনোনয়ন অর্থাৎ কোর্টসিপ্ প্রথা এদেশেও প্রচলন করিতে ইচ্ছুক। মনোনয়ন প্রথার অনেক

* Dr. John A. Balfour says :—

"By heredity is meant the fact that man inherits from his ancestors the peculiarities, defects, diseases, temperaments, etc, that exist in them."

দোষ। এই কুপ্রথা হিন্দু সমাজে কিছুতেই প্রচলিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। কারণ এই প্রথায় হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা আদরের জিনিষ—সতীত্ব-ধর্ম্ম অনেক স্থলেই আঘাত প্রাপ্ত হয়। এসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। পাঠক মহোদয়গণ পাশ্চাত্যবাসিগণের বিবাহ ভঙ্গের মকর্দ্দমার বিবরণ পত্রিকাদিতে প্রতিনিয়তই পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল মকর্দ্দমার বিবরণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অবিবাহিত অবস্থায় অনেক স্থলেই অনূঢ়া যুবতীগণের সহিত যুবকগণের ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ হয় এবং তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য এইরূপ অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বের উপর গুরুতর আঁচর লাগে।*

২। পুত্র-কন্যার বিবাহের বয়স।

এ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ঃ—

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"৯।৯৪॥

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ

* "The lovers have been in the habit of taking sentimental and more or less solitary walks together. The young woman who has been engaged is a flower whose bloom has been a little rubbed off, and in the eyes of other men she has lost some of her value. * * The love letters are all read aloud in court. The young plaintiff lays at the feet of the Jury all the vows and kisses she has received." (See John Bull and his Island, by Max O'rell, p. 40).

করিবে। যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরো সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পুরুষের বয়স কন্যার বয়স অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর্য্যঋষিগণ সকলে এক বাক্যে বলিয়াছেন, পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, কিন্তু রমণীদের অল্প বয়সে অর্থাৎ ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ দিতেই হইবে। ঋতুমতী কন্যাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিবাহিত রাখিলে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—এমন কি কন্যার পিতৃকুলের উপর নীচ চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে—ঋষিরা এইরূপ কঠিন শাসন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভগবান মনু রমণীদের যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু যে কয়টী শ্লোক ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে কয়টি শ্লোকই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি ॥৯।৮৮॥
কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।৮৯॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী॥
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।৯০॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্‌যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচ যং সাধিগচ্ছতি। ৯১।
অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদ্‌যদি তং হরেৎ ॥ ৯২ ॥
পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতুনাং প্রতিরোধনাৎ ॥৯৩

"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কুলে শীলে উৎকৃষ্ট, রূপবান বর পাইলে কন্যা বিবাহ যোগ্যা না হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে। ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তথাপি নির্গুণ পাত্রস্থা করিবেনা। ঋতুমতী হইয়াও কুমারী তিন বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। পিত্রাদিকর্তৃক অদীয়মানা কন্যা যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিলে তাহার কিছু-মাত্র পাপ হইবে না। ঐরূপ স্বয়ংবরা কন্যা পিতৃ, মাতৃ বা ভ্রাতৃ দত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিলে তাহা চৌর্য্য-বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। যে ঋতুমতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করে, কন্যার পিতাকে তাহার শুল্ক দিতে হইবে না, কারণ ঋতুরোধ করত পিতার সেই কন্যার উপর আধিপত্য রহিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, ঋতুর পূর্ব্বেই কুমারীগণের বিবাহ হওয়া ভগবান্ মনুর সম্পূর্ণ মত।

আর্য্যমহর্ষিগণ নিম্নলিখিত কারণে কন্যার ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়ার জন্য অতি কঠোর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন :—

"১। স্ত্রীজাতীর হৃদয় ভগবান এক আশ্চর্য্য উপাদানে গঠন করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের সুকোমল হৃদয়ে একবার কোন পুরুষের প্রতিকৃতি সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইলে, রমণীরা শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঐ পুরুষের চিত্র হৃদয়-দর্পণ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন না। এমন কি গর্ভস্থ সন্তান সেই পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হয়।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা ডাক্তার কার্পেণ্টার মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষের প্রতি সুদৃঢ় ধারণা হইলে,

যদিও কোন ইন্দ্রিয় দোষ নাও ঘটে, তথাপি ঐ ধারণা বশতঃ ঐ রমণীর গর্ভস্থ সন্তান সেই পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইবে।" *

অতএব বালিকাদের অন্য কোন পুরুষের প্রতি ধারণা হওয়ার পূর্ব্বেই (অর্থাৎ ঋতুর পূর্ব্বেই, কারণ ঋতুর পর হইতে বালিকাদের মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়) বিবাহ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য-ঋষিগণ হিন্দু বালিকার যাহাতে পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি কখনও কোন ধারণা না জন্মে, এই জন্যই ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহের জন্য এত কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২। বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতগণ সকলেই এক বাক্যে বলেন যে, কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুং সন্তানের মৃত্যুসংখ্যা অত্যধিক। পুংসন্তানের জন্মের সময় মাথা একটু বড় হয়, এজন্য জন্মের সময় পুংসন্তান অধিক মরে, দাঁত উঠার সময়ও পুংসন্তান অধিক মারা যায়। এতদ্ভিন্ন জীবনের সকল অবস্থাতেই পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা অত্যধিক। † বিদ্যাশিক্ষা, যুদ্ধ

---

* "That a strong mental impression made upon the female by a particular male will give the offspring a resemblance to him, even though she has had no sexual intercourse with him." (See Dr. Carpenter's Physiology p. 990 and Harvey loc : cit.

† "The greater mortality of new-born males is found in all countries where precise statistics exist * * The male mortality is greater than the female at every age." (See Bertillon, Art: "Mortalite", p. 762. Dict. ency. des Sci. Med.

"The larger size of the male head * * * male children under one year of age are very liable to die, * * During the first dentation male children are much more apt to die—than female children." (See Man and Woman, by H. Ellis. p. 432.)

ইত্যাদি নানা কারণে পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা রমণীগণের অপেক্ষা অনেক বেশী। আর্য্যমহর্ষিগণ হিন্দুসমাজে স্ত্রী এবং পুরুষের সমতা রক্ষার জন্যই পুরুষের বয়স স্ত্রী অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়স তিনগুণ অধিক হইলে কন্যা অপেক্ষা পুং সন্তান প্রায় দেড়গুণ অধিক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার ট্যানার মহোদয় তাঁহার "বালচিকিৎসা" নামক গ্রন্থে এবং বিখ্যাতনামা ডাক্তার হাফ্‌কার, সেড্‌লার, নেপিয়ার মহোদয়গণ বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিয়াছেন।

বিখ্যাতনামা ডাক্তার হাফ্‌কার মহোদয় পিতামাতার বয়সের তারতম্যে ১০০ কন্যারস্থলে কত পুত্র জন্মে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন।

ডাক্তার হাফ্‌কারের মত। (জার্ম্মানি)

মাতা অপেক্ষা পিতা বয়সে ছোট হইলে ১০০ কন্যারস্থলে ৯০.৬ পুত্র হইয়া থাকে। পিতামাতার বয়স সমান হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ৯০.০ পুত্র হইয়া থাকে। মাতা অপেক্ষা পিতা ১ হইতে ৬ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১০৩.৪ পুত্র হইয়া থাকে। মাতা অপেক্ষা পিতা ৬ হইতে ৯ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১২৪.৭ পুত্র হয়। মাতা অপেক্ষা পিতা ৯ হইতে ১৮ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১৪৩.৭ পুত্র হইয়া থাকে। মাতা অপেক্ষা পিতা ১৮ বৎসরের অধিক বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ২০০ পুত্র হইয়া থাকে।

ডাক্তার সেড্লারের মত। (গ্রেট্ব্রিটেন্)

মাতা অপেক্ষা পিতা ছোট হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ৮৬.৫ পুত্র হইয়া থাকে। পিতা মাতার বয়স সমান হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ৮৬.৮ পুত্র হইয়া থাকে।

মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স ১ হইতে ৬ বৎসর অধিক হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১০৩.৭ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স ৬ হইতে ১১ বৎসর অধিক হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১২৬.৭ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স ১১ হইতে ১৬ বৎসর অধিক হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১৪৭.৭ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১৬৩.২ পুত্র হইয়া থাকে।

ডাক্তার নেপিয়ারের মত। (ইউনাইটেড্ কিংডম্)

পিতামাতার বয়স সমান হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ৯১.৮ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতা ২।৩ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১০১.৮ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতা ৪।৬ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১০৮.০ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতা ৬।১০ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১৩০.১ পুত্র হইবে। মাতা অপেক্ষা পিতা ১০ ১৬ বৎসরের বড় হইলে ১০০ কন্যার স্থলে ১৪৪.৩ পুত্র হইবে।*

* See Sexual Physiology and Hygiene, by Dr. R. T. Trall, M. D., pp. 178, 179.

উক্ত তালিকা দৃষ্টে পরিষ্কার দেখা যায় যে, মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স যত অধিক হইবে, ততই অধিক সংখ্যক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলতঃ বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই বলেন যে, "পিতা (পুরুষ) মাতা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বলবান হইলে পুত্র সন্তানই অধিক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং মাতা (স্ত্রীলোক) পুরুষ অপেক্ষা সমধিক বলিষ্ঠা হইলে কন্যা সন্তানই অধিক হওয়ার সম্ভাবনা।"* উপরিউক্ত তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, পিতার বয়স মাতা অপেক্ষা ১৬ কি ১৮ বৎসর অধিক হইলে প্রায় ১৪৩·৩ বা ১৫০ পুত্র জন্মিয়া থাকে। কন্যা অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা যখন অধিক, তখন অন্ততঃ ১০০ কন্যার স্থলে ১৫০ দেড়শত পুত্র জন্ম গ্রহণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজে স্ত্রী এবং পুরুষের সমতা রক্ষার জন্যই আর্য্যমহর্ষিগণ স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের বয়স ১৬ কি ১৮ বৎসরের ন্যূনাধিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋষিদের এই ব্যবস্থা বিজ্ঞান-সম্মত ও সমাজের পক্ষে পরমমঙ্গলজনক।

বিগত ১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের লণ্ডন মেগেজিন্ নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন :—

"ইউনাইটেড্ রাজ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ হইতে ১০ লক্ষেরও উপরে। এই ১০ লক্ষ স্ত্রীলোকের বিবাহের কোনই সম্ভাবনা নাই। কারণ, এদেশে বহু বিবাহ প্রথা নাই, অপরন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। এই ১০ লক্ষ স্ত্রীলোকের বিবাহ না হওয়ায় অর্থাৎ

*"If the male is older and stronger than the female, the offspring will be more of males than females. If the females are most vigorous the offspring will contain more females." (See Ditto p 175).

আমরা (পাশ্চাত্যবাসী) তাহাদিগকে পতি দিতে না পারায় সমাজে নানা প্রকার ভীষণ অশান্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সফ্‌রীগেট্‌দের এই যে আন্দোলন ও অত্যাচার, তাহারও ইহাই কারণ। কি উপায়ে এদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাস পায়, কি উপায়ে পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান থাকে, তাহার জন্য দেশের প্রত্যক হিতৈষী ও চিন্তাশীল লোকের প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা করা উচিত। ইহার ফলে এদেশের (পাশ্চাত্য দেশের) বহু রমণীর জীবনের কোন স্থির লক্ষ্য নাই, তাঁহারা বিবাহিতা হইতে পারেন না, সুতরাং সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সন্ন্যাসিনী বা পরসেবার জন্য দেশে বিদেশে ঘুড়িয়া বেড়ান, ইহা তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক করেন না। বিবাহের কোন উপায় নাই, জীবনের কোন অবলম্বন বা লক্ষ্য নাই, সুতরাং তাঁহারা সন্ন্যাসিনী সাজিয়া দেশে বিদেশে ঘুড়িয়া বেড়ান।"

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায়, সে দেশের নানাদিক দিয়া নানারূপ ভীষণ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের আর্য্যমহর্ষিগণ এই সকল তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, তাই তাঁহারা স্ত্রী পুরুষের বিবাহের বয়সের এইরূপ তারতম্য করিয়া হিন্দু সমাজে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান রাখিবার উপায় করিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার ফলেই ভারতীয়সমাজ চিরশান্তিপূর্ণ ছিল।

৩। হিন্দুশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়া থাকেন যে, "পুরুষের শুক্রকীট ১৬ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।" * কিন্তু

* In man, the period of perfect growth does not arrive until the twenty-eighth or thirtieth year" (See the Science of A New Life, by Dr. J. Cowan, M. D. p. 31.)

রমণীদের ডিম্ব পরিপক্ক হইলেই প্রথম ঋতু প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্ত্রী লোকের ঋতু প্রকাশ পাইলেই তাঁহারা গর্ভ ধারণের উপযুক্তা হইয়া থাকেন। বিখ্যাতনামা ডাক্তার গেলেবিন্ এই কথা পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন :—

"প্রথম ঋতু প্রকাশ পাইলেই বুঝিতে হইবে যে, রমণী গর্ভ ধারণের উপযুক্তা হইয়াছে, ডিম্ব পরিপক্ক হইলেই প্রথম ঋতু প্রকাশ পায়।" * ডাক্তার প্লেফেয়ার মহাশয়ও লিখিয়াছেন. "যুবতীদিগের যে সকল দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় (প্রথমঋতুর পরেই) তাহা দেখিলে বুঝাযায় যে, তাহারা গর্ভধারণের যোগ্যা হইয়াছে ;" †

৪। স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ হইলে বা অধিক বয়সে গর্ভ হইলে তাহাদের নিজের ও সন্তানের নানাপ্রকার গুরুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—

(ক) অধিক বয়সে প্রথম সন্তান জন্মিলে কি প্রসূতী বলিষ্ঠা হইলে প্রসবে খুব বিলম্ব হয় ও প্রসূতী অত্যন্ত কষ্ট পায়। অধিকাংশ

---

* "The first menstruation is the usual sign that girl has become capable of conception and child-bearing." (See Gallabin's Midwifery, page 45).

"In the most cases the first menstruation is believed to mark the first ripening" (See Ditto, page 39)

† "The first appearance of menstraation coincides with the establishment of puberty, and the physical changes that accompany it indicate that the female is capable of conception and child bearing" (See The Science and Practice of Midwifery, by W. S. Playfair, M. D., L.L.D., F. R. C. P., Page 72).

স্থলে ডাক্তারী যন্ত্রদ্বারা প্রসব করাইতে হয়। কোন কোন স্থলে গুরুতর অস্ত্র প্রয়োগও আবশ্যক হইয়া থাকে। কারণ বয়স্থা ও বলিষ্ঠা রমণীদিগের প্রসব সংক্রান্ত কোমল অংশ গুলি কঠিন হইয়া যায়। * বিলাতের রোটেণ্ডা হাসপাতালে প্রত্যেক ৮টী প্রসবের মধ্যে ১টি ফরসেফ্‌ যন্ত্রদ্বারা প্রসব করান হইয়া থাকে।

(খ) কক্‌সিস্‌ (মেরুদণ্ডের শেষ হাড়খানি) অস্থিখানি সুদৃঢ় অস্থিতে পরিণত হইলে প্রসবের সময় ভয়ানক কষ্ট হয়। অধিক বয়সে সন্তান হইলে এইরূপ ঘটনা ঘটে। †

(গ) অল্প বয়সে (১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে) প্রথম সন্তান হইলে অধিক বয়সে যে সকল প্রসব হয় তাহাতে তত কষ্ট হয় না।

* "Labour is longer in primiparæ than in multiparæ, on account of the greater resistance of the soft parts in the former. It is also generally stated that the difficulty of labour increases with the age of the patient, and that in elderly primiparæ it is likely to be unusually tedious, from rigidity of the soft parts, * * * It is reasonable to suppose that the tissues of large, muscular, strongly developed women will offer more resistance than those of slighter build." (See Playfair's Midwifery, vol i p. 338.)

"Labour taking place for the first time in women advanced in life is also apt to be tedious, especially in the first stage. * * it is probably more often referable to rigidity and toughness of the parturient passages than to feebleness of the pains." (See Ditto, vol ii p. 5)

† "The articular cartilages of the coccyx become ossified, the enlargement of the pelvic outlet during labour may be prevented and considerable difficulty may thus arise. This is most apt to happen in aged primiparæ." (See Ditto, vol I. Page 5).

(ঘ) গর্ভাবস্থায় বস্তিদেশের হাড়ের সন্ধি গুলির নানা পরিবর্ত্তন হয়। সন্ধিস্থ বন্ধনী ও উপাস্থি সকল স্ফীত ও কোমল হয় এবং দুই খণ্ড উপাস্থির সংযোগ স্থলে যাস্তক ঝিল্লি থাকে তাহা পরিবর্ত্তিত ও তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হয়, সুতরাং একখানি অস্থি অপর অস্থি হইতে অধিকতর বিযুক্ত হয়। এই বিযুক্ত হওয়ার ফলে প্রসবের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইয়া থাকে। (1)

উপরিউক্ত পরিবর্ত্তন গুলি চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বস্তি দেশের হাড়গুলি যোড়া লাগিবার পূর্ব্বেই প্রসব হইলে প্রসূতীর প্রসবে কোন কষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বস্তি-দেশের হাড় ২০ বৎসর বয়সের পরে জোড়া লাগে। (2) ফলতঃ যখন ভগবান রমণীগণের গর্ভাবস্থায় বস্তিদেশের হাড়গুলির সন্ধিস্থান নানা পরিবর্ত্তন ও তরল পদার্থে পূর্ণ করেন, তখন ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ঐ হাড়গুলি সুদৃঢ় ভাবে জোড়া লাগিবার পূর্ব্বেই প্রথম সন্তান হওয়া একান্ত আবশ্যক ও ভগবানের অভিপ্রেত। এস্থলে একটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। পুরুষের শরীরের গঠন ৩০।৩২ বৎসরে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব পুরুষের শুক্রকীট ও দেহের গঠন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু রমণীদের সমস্ত গঠন পূর্ণ ও সুদৃঢ় হওয়ার পূর্ব্বেই সন্তান প্রসব হইলে প্রসূতীর কোন কষ্ট হয় না ও গুরুতর কোন ঘটনা (অস্ত্র প্রয়োগ ইত্যাদি) ঘটিতে পারে না। আমরা এই সমস্ত গুরুতর বিষয়গুলি

(1) See Dr. Playfair's Midwifery, page 9.

(2) "The three divisions of the innominate bone remain separate until about the twentieth year." (See Ditto).

সম্বন্ধে এদেশের বিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(ঙ) বয়োধিকা রমণীর গর্ভ হইলে যমজ সন্তানের সম্ভাবনা অধিক থাকে। (1)

(চ) বয়োধিকা রমণীর গর্ভ হইলে জরায়ুর বাহিরে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। (2)

(ছ) ৩০।৪০ বৎসরের বয়স্কা রমণীদের প্রথম গর্ভ হইলে সূতিকা-উন্মাদ পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা খুব অধিক হয়। (3)

(জ) বয়োধিকা ও বলিষ্ঠা স্ত্রীলোকের জরায়ুর মুখ শক্ত হইয়া থাকে, তাহার ফলে প্রসূতী প্রসবের সময় অত্যন্ত কষ্ট পায় ও বিলম্বে প্রসব হয়। (4)

(ঝ) যে সমস্ত রমণীগণের অধিক বয়সে বিবাহ হয় ও সন্তান জন্মে, সাধারণতঃ তাহাদের প্রসবের ৩।৪ মাস পরে স্তনে আর

(1) "That the tendency to the production of twins increases as the age of the woman advances." (See Ditto p. 193)

(2) "The fact that extra-uterine pregnancies occur most frequently in multiparæ." (See Ditto p. 204)

(3) "The age of the pateint seems to have some influence, the proportion of cases between 30 and 40 years of age being much larger than in younger women. A larger proportion of cases occurs in primiparæ than in multiparæ." (See Ditto vol ii p. 335.)

(4) "This is generally met with in stout, plethoric women, the edges of the os are thick and tough." (See Ditto vol ii p. 24)

স্তন্যের সঞ্চার হয় না। সুতরাং তাহারা কৃত্রিম উপায়ে সন্তান পালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। (1)

(ঞ) অধিক বয়সে বিবাহ হইলে অনেক রমণী বন্ধ্যা হইয়া থাকেন। (2)

(ট) বয়োধিকা মাতার স্তন্যদুগ্ধে লৌহের অংশ অতি কম থাকে এবং তন্নিবন্ধন শিশুর পরিপোষণের অনিষ্ট ঘটে। (3)

উপরোক্ত বিষয়গুলি চিন্তাকরিলেও পরিষ্কার দেখা যায় যে, অধিক বয়সে রমণীগণের বিবাহ হইলে বা গর্ভ হইলে তাহারা নানা গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন এবং প্রসূতীর ও সন্তানের নানা গুরুতর বিপদের কারণ হইয়া পড়ে। অল্পবয়সে (১৬ হইতে ২০ বৎসরের বৎসরের মধ্যে) প্রথম সন্তান হইলে কোনই গুরুতর পীড়া বা দুর্ঘটনা প্রায়ই হয় না। অতএব ঐ সময়ের মধ্যেই রমণীগণের প্রথম সন্তান হওয়া সঙ্গত।

(1) "Women who marry comparatively late in life, and bear children, generally have a deficiency of milk after the third and fourth month ; artificial feeding must in part be here resorted to." (See Maternal Management of Children, by Thomas Bull, M. D., p. 37).

(2) Sterility—constitutional causes—"very late marriages, which show a large proportion of cases of Sterility." (See Lady's Manual by Dr. Ruddock, M. D., p. 118).

(3) "There is less iron in the milk of mothers of mature age, and its dimiuntion is liable to produce derangement of nourishment in the infant." (See Man and Woman, by H. Ellis. p. 222).

৫। পুরুষের উপযুক্ত বয়সে (২৪ কি ৩০ বৎসরে) ও রমণীগণের অল্প বয়সে (১৩ বৎসরে বা ঋতুর পূর্ব্বে) বিবাহ হইলে রমণীদের অকালে বিধবা হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কমিয়া যায় ; যেহেতু পুরুষের দেহের গঠন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৬। রমণীদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুরুষের সন্তান উৎপাদনের শক্তি ৬০।৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই হিসাবেও পুরুষের ২৪ কি ৩০ বৎসরে বিবাহ হইলে, রমণীগণের যথাক্রমে ৮ কি ১২ বৎসরে বিবাহ হওয়া উচিত।

৭। স্ত্রীলোকের যৌবন বিবাহের ফলে যে সকল ভীষণ মহাপাপ সমাজে প্রবেশ করিতে পারে, সেই সকল কথা পাশ্চাত্যদেশের বড় বড় ডাক্তার ও সমাজ হিতৈষী মহাত্মগণ জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমারা এস্থলে আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্, এম, ডি, মহোদয়ের গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

ডাক্তার নেথান্ এলেন্ লিখিয়াছেন—"জগতের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, এদেশে (আমেরিকায়) যেরূপ ভ্রূণ হত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে, জগতের আর কুত্রাপি সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। (1)

---

(1) Dr. Nathan Allen, of Lowell, has declared in a paper read before a late meeting of the American Social Science Association, that no where in the history of the world was the practice of abortion so common as in this country ; and he gave expression to the opinion that, in New England alone, many thousand abortions are procured annually." (See the Science of A New Life, by John Cowan, M. D., p. 276).

পাশ্চাত্যদেশে (আমেরিকায়) প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র ভ্রূণ হত্যা হইয়া থাকে। ওহিও ষ্টেট্ মেডিকেল সোসাইটীর ডাক্তার রেমি মহোদয় বলেন যে—"এদেশের লোক (আমেরিকার) এক প্রকার ভ্রূণ হত্যাকারী জাতিতে পরিণত হইয়াছে।" (2)

রেভারেণ্ড ডাক্তার এডি মহোদয় খৃষ্টীয়ান এড্ভোকেট্ পত্রিকায় লিখিয়াছেনঃ—"একটী ক্ষুদ্র গ্রামের এক সহস্র অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মহিলাকেই একরূপ ভ্রূণ হত্যাকারিণী বলা যায়।"(3)

পাশ্চাত্যদেশের এইরূপ অতি ভীষণ ভ্রূণ হত্যার কারণ সম্বন্ধে উক্ত ডাক্তার মহোদয় লিখিয়াছেন :—

১। "অবিবাহিতা যুবতীরা দুশ্চরিত্র লোকের মিথ্যা প্রলোভনে পড়িয়া এই মহাপাপে লিপ্ত হয়।" (4)

২। "বিবাহিতা রমণীগণ সন্তান জন্মিলে ভোগ বিলাসের অন্তরায় হইবে মনে করিয়া এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে" (5)

(2) Says Dr. Reamy, of the Ohio State Medical Society : "From a very large verbal and written correspondence in this and other States, together with personal investigation and facts accumulated * * * *that we have become a nation of murderers.*" (See Ditto).

(3) Says the Rev. Dr. Eddy, in a late number of the Christian Advocate : "We could prove that in one little village of one thousand inhabitants, prominent women have been guilty of what we will presently show to be murder. And sadder still, half of these are members of Christ's Church." (See Ditto page 277).

(4) "Those women who, being unmarrid, are seduced, through misrepresentation by men of licentious natures."

(5) "Those who being married, desire no offspring, as interfering with their pleasures." (See Ditto, p. 279)

৩। গর্ভাধানের বয়স।

আর্য্যঋষিগণ গর্ভাধানের বয়স, সময় ও নিয়মাদি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এস্থলে গর্ভাধানের বয়স সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের বালিকারা ১২।১৩ বৎসরে প্রায়ই প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে। প্রাচীনকালেও ১৩ বৎসরে বালিকারা ঋতুমতী হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে সহরের ও ধনবানদের বালিকারা বিলাসিতা, উত্তেজক দ্রব্য আহার, সহরে বাস, ইত্যাদি নানাকারণে ১০ ১১ বৎসরে ও ঋতুমতী হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহা অস্বাভাবিক ঘটনা।

সুশ্রুত-সংহিতায় ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতায় মহর্ষি বাগ্‌ভট্ট লিখিয়াছেন :—

"পূর্ণ ষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণ ত্রিংশনে সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রে হনিলে হৃদি।
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততো ন্যূনা বদয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥"

শারীরস্থানং, গর্ভাবক্রান্তিঃ।৮॥

অর্থাৎ গর্ভাশয়, মলমূত্রাদির পথ সকল, শোণিত (ডিম্ব), শুক্র বায়ু ও হৃদয় বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে, পূর্ণ ষোলবৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের পূর্ণ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত ঋতুকালে যথা নিয়মে গর্ভাধান হইলে বীর্য্যবান্ সন্তান জন্মে। উক্ত বয়ক্রমের ন্যূনবয়সে উভয়ের সংযোগেতে চিররোগী, অল্পায়ুবিশিষ্ট, দুর্ভাগ্য সন্তান জন্মে বা গর্ভ উৎপত্তি হয় না।

আর্য্যমহর্ষিগণ সকলেই এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত থাকিয়াও রমণীদের ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহের জন্য এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা কেন করিয়াছেন, তাহাই আমারা আলোচনা করিব। বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষিত মহাত্মারা উক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করিয়াই স্ত্রীলোকের যৌবন বিবাহের আবশ্যকতা মনে করেন।

লেখক আজ ৩০ বৎসর কাল প্রদেশের প্রায় সহস্রাধিক প্রাচীনা. নিরোগী ও দীর্ঘজীবিনী রমণীদের অবস্থা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রাচীনা হিন্দু রমণীদের মন্তব্যও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। তাঁহারা বলেন—"বিবাহের ও গর্ভাধানের উদ্দেশ্য এক নহে। বালিকাদের ঋতুর পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে যাহাতে রমণীগণের গর্ভাধান হইতে না পারে, এজন্য প্রত্যেক পিতা মাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রাচীনা হিন্দু রমণীরা সকলেই এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যে সকল প্রাচীনা নিরোগী ও দীর্ঘজীবিনী রমণী আছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে। অথচ তাঁহাদের প্রায় কাহারও ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তান জন্মগ্রহণকরে নাই। কারণ তাঁহাদের পিতা মাতা বা শ্বশুর শাশুরী উপযুক্ত বয়স না হইলে অর্থাৎ ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে যাহাতে বালিকাগণের গর্ভাধান না হয়, সে দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কি, অনেক হিন্দু পরিবারে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে পুত্র ও বধূর দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারিতনা।"

"তোমরা বলিয়া থাক যে, বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণের অল্প বয়সে (১৬ হইতে ২০ বৎসর মধ্যে) সন্তান হওয়ার ফলেই প্রসূতীরা চিররুগ্না ও সন্তান সন্ততিগণ দুর্ব্বল, জড় ও অল্পায়ু হইতেছে। এই

কথাটি ঠিক নহে। প্রাচীনকালে এদেশের পুরুষেরা প্রায় কেহই ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতেন না। কিন্তু রমণীদের ঋতুর পূর্ব্বেই বিবাহ হইত এবং ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যেই প্রায় সকলেরই প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিত। প্রাচীন নরনারীগণ সকলেই অত্যন্ত সংযমী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই নিরোগ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, এখনও কেহ কেহ বর্ত্তমান আছেন। এমন কি প্রাচীনাদের মধ্যে প্রায় কাহারও কোন কঠিন পীড়া হইত না এবং জীবনের মধ্যে একবারও কোন ঔষধ সেবন করেন নাই, এমত রমণী প্রাচীনকালে বিস্তর ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যুবকদের অল্পবয়সে বিবাহ ও নরনারীর সংযম-শিক্ষার অভাব বশতঃই প্রসূতীগণ চিররুগ্না এবং সন্তান-সন্ততিগণ জড়, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে।"

এ সম্বন্ধে বঙ্গের উজ্জলতম রত্ন, স্বধর্ম্মানুরাগী, অসাধারণ-প্রতিভাশালী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" লিখিয়াছেন ঃ—

"সম্প্রতি একজন সরলচেতা বহুদর্শী ইংরেজের সহিত বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। ক্ষণকাল বিচারের পর তিনি বলিলেন, বাল্যবিবাহ প্রণালীতে জাতিগত শান্তি ও ব্যক্তিগত সুখের আধিক্য এবং বয়োধিক বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত উদ্যম ও ব্যক্তিগত ওজস্বিতার আধিক্য লক্ষিত হয়। এইকথা বলিয়া তিনি একটু চিন্তাকরিয়া বলিলেন, উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধানের কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি বলিলাম, আমা-দিগের প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা বোধ হয় ঐরূপ সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর বয়স কম এবং পুরুষের বয়স অধিক রাখিয়া উদ্বাহ প্রণালীর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বসিয়াছিলেন

যে, ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ, দ্বাদশবর্ষীয়া মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইংরেজটী বলিলেন—তাহা হইলেও হইবে না—অপক্ক মাতৃশরীর প্রসূত সন্তান সুস্থ এবং সবলকায় হইবে না। আমি বলিলাম, আপনাদিগের ভাষায় পশুপালন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কোন নব্য ও বহুজন সম্মত গ্রন্থে ওরূপ কোন কথা নাই—পিতৃশরীর যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই সন্তান পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ এবং সবলকায় হইতে পারে, পশুজনন বিধানে এই মত। ইংরেজটি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধির বিকাশ অল্প বয়সেই হয় বটে—সুতরাং পুরুষের বয়স অধিক এবং স্ত্রীর বয়স কম রাখিয়া বিবাহ দেওয়াই বিধেয় এবং তাহাতে সকল দিকেই বজায় থাকিতে পারে দেখিতেছি —প্রণয়, শান্তি, এবং সুখ অধিক হয়, উদ্যম এবং ওজস্বিতা জন্মিবারও অবসর থাকে, এবং সন্তান ও বলহীন হয় না। আমি বলিলাম বর্ত্তমান অবস্থাতেও হিন্দু দম্পতীর পিতৃমাতৃগণ কিঞ্চিৎ পরিণামদর্শী হইলে এবং তাঁহারা স্বয়ং একটু উপস্থাপরায়ণ হইলে ঐসকল শুভফল দর্শিতে পারে।”

এবিষয়ে সুবিখ্যাত লেখক, সমাজ হিতৈষী ৺সখারাম গনেশ দেউস্কর মহাশয় তাঁহার “হিন্দুজাতি কি ধ্বংসমুখ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

“হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মত ভেদ থাকিলেও একটি বিষয়ে তাঁহারা সকলেই এক মত। ঋতু প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যাদান কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ কোনও হিন্দুই করিতে পারে না, করাও বিধেয় নহে। কারণ যৌবন প্রাপ্তির পর বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হয়, পাশ্চাত্য

সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য দেশে অল্পবয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগ না থাকায় বিচ্ছেদ-বিভ্রাট (Divorce) ও ব্যভিচারের মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে—একথা এখন পাশ্চাত্য মনীষীরাও বুঝিতে পারিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেকি স্বপ্রণীত পুস্তকের (History of European morals) প্রথম খণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, আয়ারলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই ইউরোপের অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা ঐ দেশের রমণীদিগের মধ্যে সতীত্বের গৌরব ও ব্যভিচারের অভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি রেভারেণ্ড চালস ভায়েসী নামক সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক পাশ্চাত্য সমাজের ব্যভিচারের স্রোত হ্রাস করিবার জন্য অল্প বয়সে রমণীদের বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে স্বদেশবাসিগণকে উপদেশ দিয়াছেন।"

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক, সূক্ষ্মদর্শী, ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "হিন্দুত্ব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"যে রকম বয়সের কথা বলা গেল (যুবকদের ২৫ বৎসরে ও বালিকাদের ঋতুর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে), সেই রকম বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন নবদম্পতীকে কিছুদিন যথোচিত ও কঠিন শাসনাধীনে রাখিবেন। উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও কর্ম্মের দ্বারা জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে গূঢ় ও ও গুহ্য কথা সকল শিখাইতে হইবে। আজকাল আমাদের এরূপ শিক্ষার নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে এরূপ শিক্ষা পায়, যেমন করিয়া হউক, আমাদের সকলেরই তাহার উপায় করিতে হইবে। নহিলে আমাদের আর মঙ্গল নাই।' সুশিক্ষা

ও সুশাসনের (সংযম) দ্বারা নবদম্পতীকে ধর্ম্মের পথে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে দিতে হইবে। সংযমী হইয়া সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের রোগ, শোক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা ও থাকিবেনা। বর্ত্তমান সময়ে রোগ, শোক ও দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ—অনিয়ম, অনাচার ও অত্যাচার—অল্প বয়স নয়। বয়স অল্প হইলেও ভোগে যদি সংযম, শুদ্ধাচার ও সুনিয়ম থাকে, তাহা হইলে ভোগ হইতে রোগ, শোক, শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় না।"

ফলতঃ বালিকাদের ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ হইলে যখন সমাজে বহুপ্রকার পাপ তাপ স্থান পায় না, তখন ৩।৪ বৎসরের জন্য প্রত্যেক পিতামাতার এই বিষয়ে একটু সাবধান হইলেই আর কোন বিষয়ে গোলযোগ বা দুর্ব্বল সন্তান ইত্যাদি হওয়ার কারণ বর্ত্তমান থাকে না। যদিও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রথম ঋতুকাল হইতেই রমণীগণ গর্ভধারণের উপযুক্তা হইয়া থাকেন, তথাপি রমণীগণের দেহের অন্যান্য গঠন পূর্ণতার জন্য আরও ৩।৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করা সঙ্গত। বর্ত্তমান সময়ে যুবকদের অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ায় ও যুবক যুবতীর ব্রহ্মচর্য্যের বা সংযমের একান্ত অভাব বশতঃই সন্তান দুর্ব্বল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে ও কোন কোন বালিকার ১৬ বৎসরের পূর্ব্বেও সন্তান জন্মিয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত না হইলে সমাজের কোনই কল্যাণ হইবে না। রমণীদের যৌবন বিবাহেও যদি সংযমের একান্ত অভাব হয়, তাহা হইলেও সন্তান সেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইবেই। বালিকা বিবাহে সমাজের কোন অমঙ্গল হইতেছে না। যুবকগণের অল্প বয়সে বিবাহ ও যুবক যুবতীগণের ব্রহ্ম-চর্য্য শিক্ষার অভাবই আমাদের জাতীয় অবনতির সর্ব্ব প্রধান কারণ।

৪। হিন্দুদম্পতীর একত্ব বিধান।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা সুলেখক, মহাপ্রাজ্ঞ ৺চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় তাঁহার 'হিন্দুত্ব' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"হিন্দুবিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও সেই একত্ব-সাধন। যথা :—

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদ্রেষ্টি দধাতু নৌ॥

বর কন্যাকে বলিতেছেন :—বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন। জল সকল, প্রাণবায়ু, প্রজাপতি. উপদেষ্ট্রী দেবতা, ইঁহারা আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু মম বাচমেক মনা জুষস্ব প্রজাপতিনিযুনক্তু মহ্যম্।"

তুমি আমার কার্য্যে হৃদয় সমর্পণ কর. তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য সেবা কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্তই নিযুক্ত করুন।

বিবাহ-সমাপনে অন্ন ভোজনকালে বর বধূকে বলিতেছেন :—

"অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥"

যাহা মহারত্ন আত্মা-স্বরূপ. যাহা প্রাণের বন্ধন-স্বরূপ, সত্য যাহার গ্রন্থি-স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

এই যে তোমার হৃদয়, তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হৃদয় হউক।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাষী। সেই জন্য বর কন্যাকে বলিতেছেন:—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥

প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।

"সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পতিপত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। হিন্দু বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়— স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকি। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন আমরা কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মাতে মিশিয়া যায়, তেমনি পুরুষ স্ত্রীতে এবং স্ত্রী পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে, ২ আর ২ নাই—১ হইয়া গিয়াছে। স্বয়ম্ভূ নিজ দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ম্ভূও যা, মুক্তিও তাই। স্ত্রী এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলৌকিক সদ্‌গতি-লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহনিষ্পন্ন অপূর্ব্ব একত্বমূলক।

তাঁহারা বলেন, "স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয় এবং স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।' *

পত্নীর ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতাং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥"৫।১৫৫॥

স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস নাই, স্ত্রী কেবল পতি-শুশ্রূষা করিয়াই সুরলোকধন্যা হন।

পতির ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে :—

(১) পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু।

অর্থাৎ, ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা অর্থাৎ মহাগুরু।

(২) দারাঃ পরা গতিঃ।

অর্থাৎ, ভার্য্যা পতির পরম গতি।

(৩) ভার্য্যা শুধু ইহ কালের জন্য নয়। ইহকাল ও পরকালের জন্য, এই কারণেই বিবাহের বিধি হইয়াছে।

(৪) "রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি।"

অর্থাৎ মনুষ্যের রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম ভার্য্যারই আয়ত্ত।

"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে পতি ও পত্নী, উভয়ে মিলিয়া একটি ব্যক্তি—উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক হৃদয়, এক উদ্দেশ্য, এক স্বর্গ, এক নরক। আবার বলি, পতিপত্নীর এমন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। একত্বের ন্যায় অপূর্ব্ব কবিত্ব জগতে কমই আছে। †

---

* ভারত মহিলা, ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

† "ভারতে বলিয়া এ কবিত্ব মানুষের জীবন প্রণালীতে দেখিতে

"স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া যদি চিরকালের জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে পুরুষের শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে। দুইটী ব্যক্তিকে যদি একটী কর্ম্ম করিতে হয়, তবে তাহারা এক-মন, এক-প্রাণ হইলেই কর্ম্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

পাওয়া যায়। অন্যান্যদেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজন্মা কবির কেবল আকাঙ্খায় থাকে, যথা শেলি :—

"We shall become the same, we shall be one,
Spirit within two frames, Oh wherefore two ?
One passion in twin-hearts; which grows and grew,
Till like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same,
Touch, mingle, are transfigured ; ever still
Burning, yet ever inconsumable :
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbued
To nourish their bright lives with baser pray,
Which point to Heaven and cannot pass away
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds ; one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation."

"এ খুব চমৎকার একত্ব বটে। কিন্তু হিন্দু-দম্পতীর একত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কবির একত্ব শুধু হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতীর একত্ব হৃদয়ের এবং কর্ম্মের। কবির একত্ব শুধু অন্তর্জগৎ লইয়া, হিন্দু-দম্পতীর একত্ব অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ দুই লইয়া। বির একত্বের-

"পত্নীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্নীকে গড়িয়া লওয়া আবশ্যক। তিনি নিজে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহার পত্নীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোলা চাই। পত্নী পতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়া চাই। পরকে সর্ব্ব প্রকারে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্ব্বস্ব আপনার হাতে রাখা চাই— পরের দেহবল, মনবল, হৃদয়বল, আত্মাবল, সকলই আপনার হাতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়সের আধিক্য হইলে তাহার সর্ব্বস্ব আপনার হাতে পাওয়া যায় না। সন্তানকে আপনার মনের মত করিতে হইলে তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই পিতা তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। অতএব যাহাকে এই কঠিন ও গুরুতর মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, চরিত্রবান ও পরিণত বয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে, তাহার বালিকা হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম।"

"হিন্দু, পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। বিবাহকালে বর কন্যাকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন :—

সঙ্গীত নির্জ্জন নীরব স্থান ভিন্ন অন্যত্র শুনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে সে সঙ্গীত ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু-দম্পতীর একত্বের সঙ্গীত পৃথিবীর সুপ্রশস্ত কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গ এবং মর্ত্তকে একতানে বাঁধিয়া ফেলে। কবির একত্ব poetic; হিন্দু দম্পতীর একত্ব cosmic। কবির একত্ব lyric, হিন্দু দম্পতীর একত্ব dramatic। হিন্দু-দম্পতীর একত্বই উৎকৃষ্ট একত্ব।"

"অরুন্ধত্যবরুদ্ধাঽহমস্মি।"

হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমার ন্যায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লগ্ন হইয়া থাকি।

তাহারপর বর কন্যাকে দর্শন এবং বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন :—

"ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।

ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে, ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ম্॥

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

"পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিরূপ সম্বন্ধ, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ হয়, এরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি দেখিতে পাওয়া যায় :—

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্‌াং ভব।

ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

বর কন্যাকে বলিতেছেন :—শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।

"হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয়। তাঁহারা যে পত্নীপতির সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক, তাহা নয়। কিন্তু পতি ও পত্নীর স্বাধীনতার দিকে ও পৃথক পৃথক আকাঙ্ক্ষা,

আদর্শ এবং অভিরুচির দিকে তাঁহাদের (পাশ্চাত্য জাতিদের) বেশী দৃষ্টি, এবং সেইজন্য তাঁহারা পতি ও পত্নীর বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা যায়, সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন, পতি এবং পত্নীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক ; মোটকথা, পতি ও পত্নীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাঁহারা পরস্পরে মিশিয়া যাউন। পাশ্চাত্যেরা বলেন, পতি ও পত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাঁহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, পরশ্বই তাঁহারা যাহাতে দাম্পত্যবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হিন্দু, পতিপত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান। পাশ্চাত্যেরা পতিপত্নীর বিরোধ প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, পাশ্চাত্যেরা প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু ও পাশ্চাত্যদের মধ্যে এই প্রভেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহার দুইটী তাৎপর্য্য আছে। একটি তাৎপর্য্য এই, হিন্দু এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে, তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য যতদিন যায়, তিনি ততই পতিতে মিশিতে থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্য রমণীদের এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ হইলে, পতি তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হন, এবং যতদিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্য নীতিতে ও আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটি তাৎপর্য্য

এই যে, অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতিকর্ত্তৃক প্রয়োজন মত শিক্ষিত হইতে পারেন না। পাশ্চাত্যেরা একথা বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না—এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়।"

৫। হিন্দু ও পাশ্চাত্য বিবাহের আদর্শ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দু বিবাহের সমস্তই ধর্ম্মানুষ্ঠান, আর পাশ্চাত্য বিবাহ অস্থায়ী চুক্তি মাত্র (contract)।

পাশ্চাত্য দেশের বিবাহ প্রণালী সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ম্যাক্সওরেল লিখিয়াছেনঃ—

"পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ যেমন সহজসাধ্য আর কুত্রাপিও সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। এখানে কোন দলিল পত্রের দরকার হয় না, কাহারও সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, রেজিষ্ট্রারের নিকট দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ ঘোষণা করিলেই বিবাহ হইতে পারে।"(1)

উক্ত ম্যাক্সওরেল আর এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"একটি কুমারী একদিন ডাক ঘরে পত্র দিতে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পিতামাতার নিকট বলিল যে, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়স ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পিতামাতার বিবাহে বাধা দেওয়া কোন অধিকার থাকে না।"(2)

(1) "Nothing is easier than to get married in England : no papers to produce, no consent to obtain : a declaration, witnessed by two persons, to make before the registrar and that is all." (See John Bull and his Island, by Max O'rell, pages 40.)

(2) "A girl goes out one fine morning to post a letter, and on her return, informs her parents that she is married.

"পুত্র পিতামাতার নিকট লিখিয়া পাঠাইল যে, "আমি বিবাহ করিয়াছি বা শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে।" পিতামাতা তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "এই সংবাদে আমরা বড়ই সুখী হইলাম, তোমার স্ত্রীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলে আমরা সুখী হইব।" (3)

পাশ্চাত্য বিবাহ প্রণালী সম্বন্ধে সুবিখ্যাত লেখক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিএ, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার "আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"বিবাহ, কি প্রাচ্যদেশে, কি প্রতীচ্যভূমিতে, সর্ব্বত্রই প্রচলিত ; বৈবাহিক অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আকার প্রকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হইলেও সকল দেশেই বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমাদের বিবাহে প্রধানত পাশ্চাত্য স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব এবং পাশ্চাত্য বিবাহে প্রধানত প্রাচ্য অবরোধপ্রথার অভাব বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয় প্রকৃত হিন্দুবিবাহে সংযমের একটা কমনীয় দৈবভাব এবং পাশ্চাত্য বিবাহে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্যের দানবীয় ভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়। হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানেই এই দৈবভাব পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহেই ইহার প্রকাশ ও প্রচার সমধিক ঘটে।"

Thus does she act, if she is above one and twenty and her parents throw obstacles in the way of her getting married."* (See Ditto p. 41)

(3) A son writes to his parents : "I am about to be married, "or I am married."

"We are glad to hear it" answer the perents ; "we shall be happy to make acquaintance of „your wife." (See Ditto p. 29).

"নিরপেক্ষভাবে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানটী সম্যক্ আলোচনা করিলে ইহাতে ঋষিদের সৌম্যমূর্ত্তি দর্পণের ন্যায় প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকা যায় না। এই অনুষ্ঠানের কোন্ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ অংশ গ্রহণ করিয়া এই মধুর, কোমল ও শান্তভাব প্রত্যক্ষ করাইব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। যখন বধূ ধ্রুব নক্ষত্র দর্শনে বলেন, ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকূলে ভূয়াসং," যখন জামাতা বধূকে আশীর্ব্বাদ করেন "ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং।" যখন বরবধূ মিলিত ভাবে সপ্তপদীগমনে ভগবানের নিকট এক একটি প্রার্থনা সহকারে এক একটি পদক্ষেপ করিয়া সপ্তম পদক্ষেপে পরস্পরের সহিত সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, তখন বর্ত্তমান কালের তীব্র কুটিলতার মধ্যেও কি একবার সেই পুরাতন কালের পট্টবস্ত্র পরিহিতা সলজ্জা বধূর মধুর মুখচ্ছবি নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হয় না?"

"অপর দিকে পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করিলে তাহার নীরস চুক্তিভাবই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমেই বরকন্যা বন্ধু বান্ধবের সহিত সভাস্থ হইলেই পুরোহিত গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, প্রজাবৃদ্ধি, ভ্রূণহত্যা নিবারণ প্রভৃতির জন্য বিবাহের সৃষ্টি * এবং তৎপরে একবার সভারূঢ় সভ্যগণকে, দ্বিতীয় বার বরও কন্যা উভয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তাঁহাদের বৈধ বিবাহের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে কি না। আমাদিগের অনুমতি গ্রহণ একটু পৃথক্ ভাবাপন্ন ও বিনয়নম্র।"

* "It was ordained for the procreation of children, * * * It was ordained for a remedy against sin, and to avoid fornication &c. &c." (See The Book of Common Prayer, The Church of England, page 199).

"যাই হৌক, এই প্রকার বক্তৃতার পর বৈবাহিক চুক্তির সূত্রপাত। পুরোহিত বরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি কি ইহাঁকে আপনার বিবাহিত পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, প্রীতি করিবে, সম্মানরক্ষা করিবে, রোগে, আরোগ্যে, তাঁহাকে রক্ষা করিবে, এবং যাবজ্জীবন অন্য স্ত্রীলোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই অনুরক্ত থাকিবে।" বর এই চুক্তিতে স্বীকৃত হইলে কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি ঠিক ঐ চুক্তিতে স্বীকৃত কি না। তবে কন্যার পক্ষে অধিক এইটুকু স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি স্বামীর আজ্ঞাবহ থাকিবেন ও তাঁহাকে সম্মান করিবেন। কন্যার এইরূপ আজ্ঞাবহ থাকিবার কথা শুনিয়া যেন কেহ পাশ্চাত্য বিবাহকে শিরোধার্য্য করিয়া না বসেন।"

"এই পর্য্যন্ত বরকন্যার প্রতিজ্ঞা-বিনিময় সমান হইল, কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু ইহার পর বরকে যাহা বলিতে হয়, তাহা ঘোর আপত্তি জনক। বর কন্যার কোমল অঙ্গুলিতে বৈবাহিক অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিলে পুরোহিত বরকে বলাইবেন, "এই অঙ্গুরীয়কের দ্বারা আমি তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার শরীরদ্বারা আমি তোমাকে পূজা করি এবং আমার সমস্ত পার্থিব ধনসম্পত্তি তোমাকেই অর্পণ করিতেছি।" *

"পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতির বরকৃত সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা দুইটী বিষয় প্রাপ্ত হইতেছি—এক, ইহা বিসদৃশ চুক্তি মূলক, দ্বিতীয় ইহা পার্থিবভাবেই পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্যেরা বিবাহের আদর্শ এখনও ধরিতে পারেন নাই।"

---

* "With this Ring I thee wed, with my body I thee worship, and with all my worldly goods I thee endow." (See ditto, p 200).

"দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য বিবাহ সম্পূর্ণই পার্থিবভাবে পরিপূর্ণ— একথা আমি পক্ষপাত সহকারে বলিতেছি না। বর-কৃত সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই এই কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ঋষিদিগের ব্যবস্থার ফলে স্বামীস্ত্রীর এতদূর একত্ব সাধিত হয় যে তাঁহারা "ওগো, আমার সমুদয় ধনসম্পত্তি তোমার" এইরূপ নীচ ও কঠোর উক্তি স্বামীর মুখ দিয়া বাহির করা আবশ্যক মনে করেন নাই। এরূপ উক্তিদ্বারা কি সূচিত হয় না যে "আমার ধনসম্পত্তি তোমার, কিন্তু আমার হৃদয় তোমার নহে,—এক কথায় তুমি আমার সহভোগিনা, কিন্তু সহধর্ম্মচারিণী নহ।" পাশ্চাত্য বিবাহপদ্ধতির আঁতি পাঁতি খুজিয়া দেখিয়াও আমরা তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সৌম্যভাবের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই।"

"সকলেই জানেন যে পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের পরেই স্বামী ও স্ত্রীর স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে নির্জ্জনবাসের একটী প্রচলিত প্রথা আছে—এই প্রথার নাম মধুনিশি যাপন অথবা হনিমুন যাপন (Honeymoon)। স্বামী ও স্ত্রী নববিবাহের সুখে মত্ত হইয়া গৃহপরিজন সকলকেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখসাধনা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন—বৃদ্ধ পিতামাতা যে প্রকারে হউক, কষ্টে দুঃখে সংসার চালাইয়া লউক। এই ভাবের মধ্যে গভীর স্বার্থপরতা নাই থাক্, কিন্তু ইহা বলিতে বাধ্য যে, ইহার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের উপকারে আসিবার, সংসারের উপকারে আসিবার একটা পরার্থপর উদারভাব নাই। আমাদের বিবাহের পর পতিপুত্রবতী গৃহলক্ষ্মী সকল সলজ্জা রক্তবস্ত্রপরিহিতা নববধূকে যে গৃহে তুলিয়া লয়েন এবং পাকস্পর্শে নববধূ যে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহার করাইয়া সকলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হয়েন, ইহার মধ্যে যে কি গভীর

সংসার-হিতকর, পরার্থপর উদার ভাব লুকায়িত আছে, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। নববধূর সেই ধীরচঞ্চল লক্ষ্মীমূর্ত্তি একবার দৃষ্টিগোচর হইলে ভুলিতে পারা যায় না।”

“পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আমরা ধর্ম্ম ও আইনের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইনা। হিন্দুর ধর্ম্ম ও আইনের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া ভারতে সামাজিক ও পারিবারিক তীব্র অশান্তির একান্ত অভাব। তবে যাঁহারা যতটুকু বিলাতী আদর্শে চলিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেরই ততটুকু পারিবারিক প্রভৃতি অশান্তি ভোগ করিবার সংবাদ পাওয়া যায়। হিন্দুর ধর্ম্মেও বলে যে স্ত্রী সর্ব্বদা বিনয় নম্র ও স্বামী প্রভৃতির অনুগত হইয়া চলিবে; বিবাহের সময়েও কন্যাকে সকল বিষয়ে স্বামীর অনুগত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হয় এবং হিন্দুর দায়ভাগ প্রভৃতি আইনের ও ব্যবস্থাকলে স্ত্রীকে স্বামী প্রভৃতির উপযুক্ত রূপ অনুগত হইয়া থাকিতে হয়। এই কারণে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ করিবার প্রয়োজন ও নাই এবং তদুপযোগী আইন ও নাই।”

“ভারতের দুরদৃষ্ট যে কতকগুলি কৃতী সন্তান হঠকারিতা বশতঃ নানা উপায়ে এদেশে পাশ্চাত্য বিবাহপ্রথার অনুকরণে নূতন বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত করাইলেন। কোন্ প্রাণে, কি কুহকে ভুলিয়া ভারতের কোমলপ্রাণ পুত্রকন্যাগণ পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে এই নীরসতম ধর্ম্মসম্পর্করহিত বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা আমি বুঝিতেই পারিতেছি না। ইহার গরল প্রভাব বুঝিতে পারিয়া অনেকেই পশ্চাৎপদ হইতে ইচ্ছা করিলেও সেই স্বেচ্ছায় গলগ্রহীকৃত কঠোর পাশ হইতে মুক্ত হইবার উপায় পাইতেছেন না।”

বিবাহ-প্রণালী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু-যুবকদের সমীপে নিবেদন।

১। আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকই বলিয়া থাকেন যে, "আর্য্যঋষিগণ ৩০ কি ২৪ বৎসরের পুরুষের সহিত ১২ কি ৮ বৎসরের কন্যার যে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক।" সাধারণ দৃষ্টিতে (পাশ্চাত্য বিবাহপ্রণালী দৃষ্টে) এই ব্যবস্থা একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঐরূপ বয়সে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়াই ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞানসম্মত। ঋষিরা যেমন ৮ বৎসর বয়সের বালকদের গুরুগৃহে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ৮ বৎসর বয়সের বালিকাদেরও পতিগৃহে যাইয়া গৃহধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলতঃ আর্য্যঋষিগণ সমাজের কল্যানের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের উদ্দেশ্যে, এই সুন্দর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ৮ বৎসরের কন্যার সহিত ২৪ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হইলে—৮ বৎসর পরে যখন পতির বয়স ৩২ বৎসর ও পত্নীর বয়স ১৬ বৎসর হইবে, অর্থাৎ যখন স্বামীস্ত্রী উভয়ে পূর্ণবয়স্ক হইবেন, তখন তাঁহাদের উভয়ের মিলন অতি সুন্দর, পবিত্র ও সুখকর হইবে সন্দেহ নাই। অতএব যুবকগণের ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করা উচিত। ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ কখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। কন্যার ৮ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে (ঋতুর পূর্ব্বে) যখন সুবিধা হইবে তখনই বিবাহ দিবেন। কিন্তু পতি পত্নীর বয়স যাহাতে ১৫ কি ১৬ বৎসরের ন্যূনাধিক থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

২। কেহ কেহ বলেন যে, "৮ কি ১২ বৎসরের বালিকা বিবাহের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও বুঝেনা।" বুঝেনা তাহা সত্য, বিবাহের সময় বালিকার উদ্দেশ্য না বুঝিলে ততক্ষতি নাই। যাহাকে শৈশবকাল হইতেই সমস্ত প্রবৃত্তি স্বামীপদে অঞ্জলি দিতে হইবে, যাহাকে আপনার সুখের জন্য পৃথক কিছু ভাবিতে হইবে না, যাহাকে আপনার সমস্ত সুখ পতির সুখস্রোতে ভাসাইয়া দিতে হইবে, যাহাকে আপনার সমস্ত প্রবৃত্তি পতির প্রবৃত্তি-মন্দিরে বলিদান দিতে হইবে, যাহাকে আহারই বল, বিহারই বল, আর দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সুখই বল, পতিপদে সমর্পণ করিয়া সুস্থ থাকিতে হইবে, যাহাকে সর্ব্বপ্রকারে পতির সহিত মিলিত হইয়া একত্ব লাভ করিতে হইবে—তাহার বালিকাবয়সেই বিবাহ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং বালিকাবয়স হইতে প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা করিলে তবে ত যৌবনসময়ে পতির সহিত সর্ব্ববিষয়ে একত্ব লাভ করিতে সমর্থা হইবে।

৩। কেহ কেহ বলেন যে "বালিকার সহিত পূর্ণ বয়স্ক যুবকের প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে না।" অবশ্য পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে বা বিবাহের সময় যে একটা কামজমোহ বা ভালবাসা দেখা যায় হিন্দুদের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না সত্য, কিন্তু বালিকা ৮।১০ বৎসরকাল বিশেষ যত্ন চেষ্টার ফলে পতির সহিত একত্ব লাভ করিলে তাহাদের মধ্যে যেরূপ প্রগাঢ়, পবিত্র ও স্বর্গীয় প্রণয় জন্মে, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। বলাবাহুল্য, প্রাচীন হিন্দু পতি-পত্নীর মধ্যে অতি প্রগাঢ় ও পবিত্র প্রণয় জন্মিত।

৪। বিবাহের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য—সুসন্তান লাভ। যে বিবাহের উপর জগতের শতসহস্র নরনারীর (ভবিষ্যৎ বংশধরগণের)

শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেই বিবাহ একমাত্র পতি-পত্নীর সাময়িক ভালবাসার উপরে হওয়া কর্ত্তব্য নয়। মনে করুন, আজ একটি পুরুষের সহিত একটী যক্ষ্মা-প্রবণা রমণীর খুব ভালবাসা জন্মিল, তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তাহারা উভয়ে হয়ত এই বিবাহের ফলে খুব সুখী হইলেন। কিন্তু ঐ যক্ষ্মা প্রবণা (যক্ষ্মা প্রবণা রমণী সাধারণ দৃষ্টিতে খুব সুন্দরী দেখায়) রমণীর গর্ভে ৫টী সন্তান হইল। সেই ৫টী সন্তান যক্ষ্মা-প্রবণ হইয়া জন্মিল, সেই ৫টীর আবার ২৫টী সন্তান হইল। তাহারাও অল্পাধিক পরিমাণে যক্ষ্মা-প্রবণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এইরূপে এক সময়ে শত শত লোক (বংশধরগণ) ঐ যক্ষ্মা বিষের প্রভাব অল্প বা অধিক পরিমাণে ভোগ করিবে। তবেই দেখুন, দম্পতীদের মধ্যে একমাত্র ভালবাসার উপর বিবাহ হইতে পারে না। পতি-পত্নীর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সেই বিবাহের ফলে কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট ঘটিতে না পারে, এদিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক নরনারীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বিবাহ অতীব গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের জীবনের অন্যান্য ঘটনার ফলাফল আমার নিজেরই ভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু বিবাহের উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সমস্ত শুভাশুভ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই পাত্রপাত্রীর বংশ, চরিত্র ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি সতর্কতার সহিত দেখিয়া শুনিয়া পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। কেবল কন্যার রূপ ও কন্যার পিতার অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আজকাল এই যে বিবাহ হইতেছে, ইহার পরিণাম ফল সমাজের পক্ষে বড়ই অমঙ্গলজনক।

৫। বিবাহ ব্যাপারে যুবকগণের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। কেবল "অল্পবয়সে বিবাহ করিব না" এইকথা প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিলে সমাজের কোনই হিতসাধন হইবে না। যুবকগণের স্বাস্থ্য ও চরিত্র যাহাতে উন্নত ও পবিত্র থাকে এদিকেই বিশেষ দৃষ্টি-রাখা কর্ত্তব্য। এভিন্ন যুবকগণেরও বিবাহিত জীবন যাপন করিবার জন্য যথোপযুক্তরূপে শিক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর্য্য-ঋষিরা এই জন্যই শৈশবকাল হইতে বালক ও যুবকদের ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমশিক্ষার অভাবই আমাদের জাতীয় অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। অতএব বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে স্কুল কলেজে ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্ম শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, এজন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষী ও স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। এদেশের যুবকগণ সংযমী অর্থাৎ মিতাচারী, চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান্ না হইলে এবং ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে, সমাজের এই নানা প্রকার ভীষণ অশান্তি ও অকাল মৃত্যু কিছুতেই দূর হইবে না ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের ও উন্নতির কোন আশা নাই।

বিধবা-বিবাহ।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে।" ৫।১৬২॥

* "কোন শাস্ত্রেই সাধ্বী রমণীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ নাই।"

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এদেশে বহু শাস্ত্রালোচনা ও আন্দোলন হইয়া

গিয়াছে। আমরা এস্থলে শাস্ত্রালোচনা না করিয়া, বিধবাবিবাহ বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহাই আলোচনা করিব।

১। বিজ্ঞান পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান রমণী-হৃদয় এক আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রমণী হৃদয়ে একবার কোন পুরুষের প্রতিকৃতি সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইলে, সেই পুরুষের প্রতিকৃতি রমণী তাহার হৃদয় হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারেন না। এই জন্যই বিধবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে সেই দ্বিতীয় পতির ঔরস জাত সন্তানও প্রায়ই প্রথম পতির অনুরূপ হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের বহু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বহুতত্ত্বই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিখ্যাত ডাক্তার নিকল্‌স্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"বিধবার দ্বিতীয় পতির ঔরসজাত সন্তান তাহার প্রথম পতির অনুরূপ হইয়া থাকে।" 1

ডাক্তার আর, টি, ট্রল, এম, ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"বিধবার দ্বিতীয় পতির ঔরসজাত সন্তান প্রথম পতির অনুরূপ হওয়ারই সম্ভাবনা। ঐ সন্তানের চুলের বর্ণে ও চক্ষুতে প্রথম পতির সাদৃশ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়।" 2

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টার, এম. ডি. মহোদয় বলিয়াছেন :—

1. The children of a woman by a second husband resemble her first husband." (See Dr. Nichol's Human Physiology, page 289).

2. "A woman may have, by a second husband, children who resemble a former husband, and this is particularly well marked in certain instances by the colour of the hair and eyes. (See Sexual Physiology and Hygiene, by R. T. Trall, M. D. p 195).

"বিধবা রমণী দ্বিতীয় বার পতি গ্রহণ করিলে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান প্রথম পতির সদৃশ হইয়া থাকে।"*

একণে পাঠক আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, বিধবা দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করিলে তাহার পবিত্রতা বা সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা পাইতে পারে কিনা? যে বিধবা মনে মনে প্রথম পতিকে সর্ব্বদা চিন্তা করে, অথবা যে রমণীর সুকোমল হৃদয়ক্ষেত্রে প্রথম পতির প্রতিকৃতি সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, সে কিরূপে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে? অতএব বিধবারা যে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে, সে কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য; সুতরাং বিধবা বিবাহ ধর্ম্ম বা সুনীতি বিরুদ্ধ। এইজন্যই আর্য্যঋষিগণ সাধ্বী রমণীর জন্ত বিধবা-বিবাহ ব্যবস্থা করেন নাই। আর একটী কথা, একবার যে রমণী পতির হৃদয়ে হৃদয়ে, চর্ম্মে চর্ম্মে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে মিশিয়া একত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পতির অভাবে আবার দ্বিতীয় পতির সহিত একত্ব লাভ করিবেন কি প্রকারে? যে হিন্দুনারী পতিতে ও পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেই রমণী পুনরায় অন্যপতি বা অন্যকুলেই বা কিপ্রকারে আবদ্ধ হইতে পারেন?

২। প্রাচীন আর্য্যগণ পুত্র কন্যার জন্ম, তিথি, নক্ষত্র, রাশি, গণ ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষ ভাবে দেখিয়া শুনিয়া তবে

---

* "A widow who marries a second time bears children strongly resembling her first husband." (See Dr. Carpenter's Human Physiology, p. 990.)

তাহাদের বিবাহ দিতেন। স্ত্রীপুরুষের দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুতত্ত্ব তাঁহারা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তৎসমুদয় গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজকাল পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আর্য্যঋষিদের ব্যবস্থাগুলিই সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। বিখ্যাতনামা ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম, ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"নিরতিশয় কামপ্রবণা এবং প্রায়ই রুগ্না এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা ঐ শ্রেণীর পুরুষের ন্যায় প্রবল পাশব প্রবৃত্তির অধীন বটে। তাহারা বিবাহের পর আপনাদের কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক পরিমাণে চরিতার্থ করিতে যাইয়া স্বীয় পতিকে দৈহিক ও মানসিক হিসাবে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট স্তরে আনয়ন করে এবং তাহার ফলে পার্থিব জীবনের প্রাকৃত নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই পতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" (1)

(1) "There are women—strongly passionate and often diseased—who, like such men, are endowed with strong animal natures, who, when they marry, in the intense exercise of their lustful natures, soon reduce the husband to a standard that physically and mentally places him below the brute, and, long before the fulfillment of his just allotment of time on earth, he too dies." (See the Science of A New life, by Dr. John Cowan, M. D., p. 104).

৩। আমাদের দেহ হইতে কার্ব্বণিক এসিড্ বাষ্প, অর্গানিক পদার্থ ও নানা উৎকট্ পীড়ার বীজাণু প্রশ্বাস, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, থুথু, কফ্ ইত্যাদির সহিত প্রতিনিয়ত বাহির হইয়া যাইতেছে। উক্ত পদার্থগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত ও গুরুতর স্বাস্থ্যহানিকর। পতি পত্নী সর্ব্বদা একত্র অবস্থান নিবন্ধন এক জনের দেহ হইতে উক্ত বিষাক্ত পদার্থ বা পীড়ার বীজাণু সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে অতি সহজেই অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার ফলে এক জনের জন্য অপরের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি এমন কি অকাল মৃত্যুও ঘটিতে পারে। আর্য্য মহর্ষিগণ যে পূর্ণ বয়স্ক যুবকের সহিত অল্প বয়স্কা রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারও অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, বালিকার অতি মৃদু বিষাক্ত পদার্থ বা পীড়ার বীজাণু পূর্ণ বয়স্ক যুবকের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও তাহাতে পতির গুরুতর স্বাস্থ্যহানি প্রায়ই হইতে পারে না। তবে এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, পূর্ণ বয়স্ক যুবকের শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বা বীজাণু দ্বারা বালিকার গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে, কিন্তু তাহাও সচরাচর হয় না। কারণ, রমণীদের জীবনী-শক্তি পুরুষ হইতে সমধিক উন্নত, সুদৃঢ় ও স্থায়ী। এতদ্ভিন্ন রমণীদের মাসিক ঋতুস্রাব ও ও স্বহস্তে সন্তান লালন পালন (মাতা স্বহস্তে সন্তান পালন করিলে তাহার জরায়ুর ক্রিয়া ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে) দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য খুব উন্নত থাকে, হঠাৎ কোন পীড়ায় তাহারা প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

উপরিউক্ত নানা গুরুতর কারণে পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক

পণ্ডিতগণও বিধবা-বিবাহ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলিয়াছেন:—

"যে সকল বিধবা এক বা একাধিক পতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং পতিদের অকাল মৃত্যু আকস্মিক দৈব দুর্ব্বিপাক অথবা সহজ-বোধ্য অসম্বরণীয় কারণ ব্যতিরেকে ঘটিয়াছে, এমত বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে বিরত থাকাই একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত বৃত্তি নিহিত থাকা সম্ভব, যদ্দারা পতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ত্বরায় তাহার (পতির) শারীরিক দৌর্ব্বল্য বিধান ক্রমে অকালমৃত্যু আনয়ন করে। সেমুয়েল ওয়ালারের মতে বিধবাবিবাহ হইতে দূরে থাকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও নিরাপদ।" (2)

হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে বঙ্গের উজ্জ্বলতম-রত্ন, স্বধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"বিধবাদের দৈহিক কষ্টের জন্য ব্যথিত না হয় এরূপ নির্দ্দয় হৃদয় অতি অল্পই আছে; কিন্তু মানুষ কেবল দেহী নহে, মানুষের

---

(2) "It is best to avoid marrying widows, who may have had one or more men as husbands, whose premature deaths were caused by other than accident, or other plainly unavoidable cause; for, they are likely to possess qualities inherent in them, that in their exercise use up the husband's stock of vitality, rapidly weakening the system, and so causing premature death. It is best, with Samivel Weller, to "beware of vidders." (See Ditto page 58")

মন ও আত্মা দেহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, অধিক প্রবল। দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলে যদি মনের ও আত্মার উন্নতি হয়, তবে সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া গণ্য নহে।"

"ব্রহ্মচর্য্য পালনে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর আহার বিহারাদি কিঞ্চিৎ দৈহিক সুখ ভোগ পরিত্যাগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নীরোগ, সুস্থ, সবলশরীর ও তজ্জনিত মানসিক স্ফূর্ত্তি ও সহিষ্ণুতা এবং তৎফলে বিশুদ্ধ, স্থায়ী সুখ পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মচর্য্য আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও তাহা বাস্তবিক চিরসুখের আকর।"

"ব্রহ্মচর্য্য পালনে দীক্ষিত হইয়া সুস্থ সবল শরীরে বিধবা নানা সৎকর্ম্মে দৃঢ়ব্রত হইয়া থাকেন, যথা,—পরিজনেবর্গের শুশ্রূষা, পরিবারস্থ শিশুদের লালন পালন ও রোগীর সেবা, ধর্ম্মচর্য্যা ও নিজেদের শিক্ষালাভ ও পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের শিক্ষাপ্রদান। এইরূপ তীব্র কিন্তু দুঃখ জড়িত বৈষয়িক সুখে না হউক, প্রশান্ত নির্ম্মল আধ্যাত্মিক সুখে বিধবার পরহিতে নিয়োজিত জীবন কাটিয়া যায়। ইহা কাল্পনিক চিত্র নহে। এই শান্তিময় পবিত্র চিত্র এখনও ভারতের অনেক গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।"

"হিন্দু বিধবার দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে মন যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়। হিন্দু বিধবাই সংসারে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ছবি নানা দুঃখ তমসাচ্ছন্ন হিন্দুগৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দীপ্তিমান দৃষ্টান্ত হিন্দু নরনারীর জীবনযাত্রায় পথ প্রদর্শক স্বরূপ রহিয়াছে। তাঁহার

পবিত্রজীবন পৃথিবীর দুর্লভ পদার্থ। তাহা যেন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। হিন্দু বিধবার চিরবৈধব্য প্রথা হিন্দুসমাজের দেবীমন্দির। হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থল আছে; সংস্কারকগণের অনেক কার্য্য আছে। বিলাস ভবন নির্ম্মাণার্থ যেন তাঁহারা সেই দেবীমন্দির ভগ্ন না করেন, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন।"

হিন্দুরমণী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদুষীগণের অভিমত।

(অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

ভগ্নী নিবেদিতা মহোদয়া বলিয়াছেন:—

হিন্দুরমণীগণকে অক্ষর পরিচয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞ রাখা হয়, এই কথা সত্য নহে, কারণ তাঁহারা (হিন্দুরমণীরা) গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও পাক প্রণালী সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করেন তাহা কি সামান্য? তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান কি সামান্য? যদি একজন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে না জানিয়াও দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি সমস্ত প্রসঙ্গ বিশেষরূপে অবগত থাকে, তবে কি তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিব? সুখের বিষয় এই যে. বঙ্গদেশের উৎকৃষ্ট রূপে পরিচালিত ষ্টেট্গুলি বিধবাদের হস্তে ন্যস্ত আছে। ব্যবহারজীবীগণও তাঁহাদের মত বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্র দেশের রাণী অহল্যাবাই এই শ্রেণীর রমণীগণের দৃষ্টান্ত স্থল।*

* "It is clear that illiteracy is the from of ignorance referred to. It is not true that women are deliberately kept so; but if they were, is their knowledge of house-

সুবিখ্যাত সমাজ-হিতৈষিণী শ্রীমতী ওয়াল্‌টার টিবিট্‌স্ তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে (Mysteries of Asia) হিন্দুরমণী ও হিন্দুবিধবাদের সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লিখিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম :—

"হিন্দু রমণীর মোটামোটি অবস্থা পাশ্চাত্য রমণীদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল এবং অনেক পরিমাণে সুখী। হিন্দুরা রমণীগণকে আশ্রয় দেন, রক্ষা করেন ও ভরণ পোষণ করিয়া করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে সংসারনির্ব্বাহের জন্য পুরুষের ন্যায় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হয় না। গৃহে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব সমস্তের উপরে বজায় থাকে। এমন কি পাশ্চাত্য রমণীগণের অপেক্ষাও হিন্দু রমণীর ক্ষমতা অধিক। হিন্দু বিধবাগণ আত্মীয় স্বজনের গৃহে সন্তানাদিসহ আশ্রয় পায়। পাশ্চাত্যদেশের কুমারীগণকে আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য হয় ভীষণ ভাবে খাটিতে হয়, না হয় মরিতে হয়। হিন্দুবিধবার অপেক্ষা পাশ্চাত্য

---

keeping and cooking of no value? Is thier trained common sense worthless? Can a woman even be called illiterate when it is merely true that she cannot read or write though at the same time, she is saturated with the literary culture of the great Epics and Puranas? It is interesting to note that several best managed estates in Bengal are in the hands of widows. Lawyers invariably respect their opinions. Ahalya Bai Rani was an instance of the same kind in Maharatta Country." (See Amrita Bazar Patrika—The position of women in India. December 15, 1913.)

কুমারীগণের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশী, কারণ তাঁহাদিগকে অপরিচিত লোকের সহিত অনেক সময় বাস করিতে হয় এবং তাঁহাদিগকে (পাশ্চাত্য কুমারীগণকে) রক্ষা করিবার কেহই থাকে না। *

বিবাহের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীমতী টীবিটস্ মহোদয়া বলিয়াছেন:—

"হিন্দু সমাজে বিবাহই নারীর ধর্ম্ম। যদি এই ধর্ম্ম-সূত্র অক্ষুন্ন থাকে এবং এই আদর্শ চিরজীবন রক্ষা পায়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মানুসারে ইহাই নারীর মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। এই আদর্শে ব্যক্তিগত লাভের কোন কথা নাই, কারণ যে বিধবা কখনও তাহার পতিকে দেখে নাই, তাহার সম্পর্কেও এই আদর্শ সমভাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আদর্শের মূল বোধ হয় বিশ্বের চিরন্তন সূত্র, যাহাতে মনে করা হইয়াছে যে, দুইয়ের সংমিশ্রণে পরস্পরের শক্তি। এই জন্যই হিন্দু পিতা কন্যার উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া

* "The average lot of the Hindu woman far happier. They are maintained, sheltered, and protected by their mankind and do not have to turn out into an inclement world to fight the competition of men for their living. And in the home their influence is paramount, much more potent than in the West."

"A Hindu widow, though deprived of her husband, will yet be housed, fed and clothed, with her children by her relations. But a Western spinister must earn her own bread or starve. A Hindu widow, again, has a lesser chance of going astray than a Western spinister who has to live among strangers with none to protect her." (See Ditto).

দেওয়াই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই সমস্ত হিন্দু বিবাহ অধিকাংশই ইংলণ্ডের বিবাহ অপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ, কারণ এখানে (ইউরোপে) বিবাহ আকস্মিক পরিচয়ের উপর নির্ভর করে এবং ক্ষণস্থায়ী অথচ প্রবল ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে।" *

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"এসকল কথা হিন্দুর কথা নয়, একজন বিদুষী ইংরেজ মহিলার কথা।" উক্ত শ্রীমতী টিবটস্ মহোদয়া আরোও বলিয়াছেন যে, "হিন্দু বিবাহ প্রথা পাশ্চাত্য দেশের প্রথা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইংরেজের কোর্টসিপ্ প্রথার অনেক দোষ। কারণ তাহা প্রকৃত

* "In Hinduism marriage is the religion of a woman. If this sacrament is kept sacred in her thoughts and this ideal carried out in her life, it is sufficient for the salvation of a woman according to the Hindu religion. There is nothing personal in this, as in the case of a Hindu widow it is equally binding though she may never have seen her husband. Rather it has its foundation in the fundamental laws of the Universe of the two sexes being of positive and negative poles of electricity respectively. That is why all over the world a mortal sin in a woman is a venial offence in a man. That is why every Hindu father feels it his first paramount duty to find his daughter a suitable mate. It is claimed that a far larger proportion of these matches are happier than in England where mating is left to chance acquaintance and to the fleeting but imperious demands of the sense
(See Ditto)

ভালবাসার উপরে নির্ভর করে না, দারুণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার উপর নির্ভর করে। হিন্দু পিতার পছন্দ অনেক ভাল। কারণ হিন্দু পিতামাতা কোন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় বশীভূত হন না, কেবল কন্যার শুভ কামনা করিয়া থাকেন। হিন্দু পিতা তাহার কন্যার উপযুক্ত বর অন্বেষণ করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তাই প্রত্যেক হিন্দু বালিকারই বিবাহ হইয়া থাকে।" হিন্দু বিধবার সহিত পাশ্চাত্য কুমারীগণের তুলনা করিয়া শ্রীমতী টিবিট্‌স্ মহোদয়া বলিয়াছেন :—

"হিন্দু বিধবারা পাশ্চাত্য দেশের কুমারীগণ অপেক্ষা অনেকাংশে সুখী। হিন্দু বিধবা কর্ম্মফল মানিয়া চলে এবং গত জীবনের কর্ম্মফল এ জীবনে ভোগ করে বলিয়া মনে করে এবং তাহার সেই কারণে মনে দুঃখের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু ইংরেজ পিতামাতারা তাহাদের কন্যাদের বিবাহের সুযোগ করিয়া দেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু বিধবা প্রথম হইতেই তাহার অদৃষ্টের ফলাফল বুঝিয়া লয়. কাজে কাজেই পাশ্চাত্য কুমারীগণের ন্যায় সুখের আশা ক্রমে ক্রমে পলে পলে লয় পায় না, তাহার এক দিনেই তাহাদের কষ্টবুঝিয়া লইতে পারে। তৃতীয়তঃ, হিন্দুবিধবারা সারা জীবনই পরিমিত আহার করে এবং তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করা হয়, তাই তাহাদের অবস্থা তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া আইসে। হিন্দু ধর্ম্মানুসারে তাহার দেহ পবিত্র এবং জীবন ভগবানের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত। তাঁহারা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিয়মাদি বিশেষ ভাবে পালন করেন। জাতিভেদের যাঁহারা বড়ই গোড়া, তাঁহারাও অন্যের হাতের আহার্য্য গ্রহণ না

করিয়া হিন্দু বিধবার অন্ন সর্ব্বই চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন।" *

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"অত্যন্ত দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য জনহিতৈষী মহাত্মারা হিন্দু বিধবার কষ্টে চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ঘরের দিকে একবারও চাহিয়া দেখেন না। অথচ যে সকল ইংরেজ কুমারীগণের পিতামাতা তাঁহাদের বিবাহের সুযোগ করিয়া দেননা বলিয়া দিবারাত্র অভিসম্পাত করেন, তাঁহাদের জন্ত এক ফোঁটা চখের জল ও ফেলেন না।"

* "As to the widow, she is infinitely happier than her Western prototype, the old maid. In the first place the cardinal doctrine of Karma or the reaping of deserts sown in the past, prevents her from having any sort of grievance. How many English spinisters, on the other hand, curse their parents for not having given them their proper matrimonial chances? Secondly, a Hindu widow knows from the beginning what her lot in life is to be, does not suffer the torment of suspense of seeing her chances of happiness growing smaller by degrees and beautifully less. Thirdly, her whole life is strictly regulated in diet and carefully guarded in every other way, to make her condition easy for her. According to the Hindu religion she is a holy person whose whole life is dedicated to the service of God, who must make all the pilgrimages and keep all the other religious observances most strictly aud the most stringent observers of caste will eat food which has been cooked by a widow when they would not touch it from another hand". (See Ditto)

উক্ত শ্রীমতী টিবিটস্ মহোদয়া আরও লিখিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্যদেশে বিধবাদের পুনঃ বিবাহ হওয়ায় কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপাইতেছে. আর কুমারীগণ পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। পরদার অন্তরালে কমনীয়. মধুর এবং সন্তোষপূর্ণ নারীসমবায় কি স্যাফ্রিগেট্ রমণীগণের বিশৃঙ্খল ও কোলাহলপূর্ণ সমিতি অপেক্ষা অধিক প্রীতিপ্রদ নয় ? হিন্দু যে বিধবাদের পুনঃ বিবাহের নিষেধ করিয়াছেন তাহা কেবল ধর্ম্মের হিসাবে নহে. কিন্তু অর্থনীতি হিসাবেও বিধবাদের পুনঃ বিবাহ হওয়া উচিত নয়।" *

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্য বিদুষী রমণী শ্রীমতী টিবিটস্ মহোদয়ার ন্যায় একজন ইংরেজ মহিলা যে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন. ইহাতে আমরা বস্তুতঃই আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছি। প্রত্যেক বিধবার পুনঃ বিবাহে একটী কুমারী পতি পাওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় এবং যখন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক পরিমাণে হওয়ায় (পাশ্চাত্য-দেশে রমণীর সংখ্যা অত্যধিক) তখন বিধবা বিবাহে কেবলমাত্র বয়স্কা কুমারীগণের সংখ্যাই বৃদ্ধি পায়।"

* "In the West the re-marriage of widows contributes largely to the surplus of spinisters who wage war upon men. Is not the soft, sweet, satisfied atmosphere of a purdah party more delicious than the *riotous* pandemonium of a saffragette bear garden ?" (See Ditto)